উদ্ভাবনের নামঃ প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ির ড্রপ আউটের হার কমানো।

উদ্ভাবন গ্রহণের বিবরণঃ কুষ্টিয়া সদর উপজেলার জনগনের দোর গোড়ায় মা ও শিশু স্বাস্থ্য ভিত্তিক পরিবার পরিকল্পনার সেবা পৌছে দেবার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি গ্রহণকারীর ড্রপ আউটের হার কমানো বিষয়টি প্রকল্প হিসেবে গ্রহন করা হয় । কারন গ্রাম পর্যায়ে গর্ভবতী ,গর্ভত্তোর মায়ের যথাযথ সেবা পাচ্ছেনা । এমনকি তারা অনেকেই প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বা প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ব্যাক্তিদ্বারা ডেলিভারী করার ক্ষেত্রে অসচেতন , অনাগ্রহী । সেবা প্রদান কারীরা ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আন্তরিক নন । ফলে সকল মায়ের নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চত করা সম্ভব হচ্ছে না এমনকি নবজাতক অসুস্থতায় ভুগছে মারাও যাচ্ছে ।

অন্যদিকে খাবার বড়ি গ্রহনকারীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশী কিন্তু মায়েদের খাবার বড়ি দৈনিক খেতে ভুলে যাওয়া । বড়ি খাবার নিয়মাবলী সঠিক ভাবে না জানা , ফলোআপ ও খাবার বড়ি যথাসময়ে না পাওয়ায় অনাকাংখিত ও গর্ভধারনের ফলে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কর্মসূচি বাধার সম্মুখিন হচ্ছে ।এমনকি মায়েদের বিরাট অংশ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে ।
সুতরাং সুস্থ সবল মা ও শিশু সহ দুই সন্তানের পরিবার গড়তে যেমন গর্ভবতী মায়ের যথাযথ সকল সেবা নিশ্চিত করা ও খাবার বড়ি যেহেতু মায়েদের একটি পছন্দনীয় পদ্ধতি এবং বাড়ি বসেই পায় । এতদব্যতিত অনান্য সকল পদ্ধতির (অস্থায়ী ও স্থায়ী) তুলনায় খাবার বড়ির সরকারী খরচ কম । অন্য পদ্ধতি গ্রহনের জন্য মায়েদের জেলা শহর বা নির্দিষ্ট ক্লিনিকে যেতে হয় । এই দুটো বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ডেলিভারী বৃদ্ধি ও খাবার বড়ি গ্রহনকারীর ড্রপ আউটের হার কমানো জন্য ইনোভেশন কিছু Strategy develop করি ।

উদ্ভাবন গ্রহণের যৌক্তিকতাঃ সেবার ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সরাসরি জনবান্ধব বা Client oriented । এখানে মা ও শিশুর জন্য উক্ত সেবা অপরিহার্য ও অপ্রতিরোধ্য । লক্ষ্য(Theme) নির্ধারনের জন্য আমাদের বিভাগের বর্তমান অবস্থার সমস্যা নির্ধারন ডাটা এনালাইসিস করা হয়েছে এবং এই সমস্যা গুলোকে বিভিন্ন ডাইগ্রামের মাধ্যেমে বিশ্লেষন করে বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করে তার মধ্যে মূল সমস্যা (Core) চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং স্থানীয় ভাবে সমস্যা সমাধান কি ভাবে করা যায় তার জন্য বিভিন্ন টুলস ব্যবহার করা হয়েছে । যেমন –Raring scales, Matrix table ,Swot analysis , Service poses simplification এবং কম সময়ে , কম খরচে বেশি মানুষকে সেবা দেওয়া যায়(TCV) । এই সমস্ত বিশ্লেষণ করে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে ।

কার্যক্রমের অগ্রগতিঃ
উপকার ভোগীর সংখ্যা এপ্রিল/২০২১ মাসে গর্ভবতী মা ২৫৬৫ জন (প্রতি মাসে পরির্বতন যোগ্য) । জুলাই/১৯ থেকে এপ্রিল/২০২১ পর্যন্ত মোট ১৪০২৫ জন ডেলিভারী হয়েছে এর মধ্যে FWC/MCWC/ হাসপাতাল/ক্লিনিকে স্বাভাবিক ডেলিভারী- ৩৯১৩ জন, FWC/ MCWC/হাসপাতাল/ক্লিনিকে সিজারিয়ান ডেলিভারী ৮৬৭৯ জন। প্রশিক্ষন প্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা বাড়িতে ডেলিভারী- ১১৫৪ জন, প্রশিক্ষন বিহীন ব্যক্তি দ্বারা বাড়িতে ডেলিভারী- ০৭ জন,
খাবার বড়ি গ্রহণকারী এপ্রিল,২০২১ সরকারী- ২২৬৬৯ জন, অসরকারী ১৬১৭৭ জন মোট- ৩৮৮৪৬ জন।
১৩৩ তম ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে গর্ভবতী ও গর্ভোত্তর মাদের বিভিন্ন মাস অনুযায়ী ভয়েস ম্যাসেজ দেওয়া হয়েছে। মোট ১৩৮৫৫ বার ম্যাসেজ দেওয়া হয়েছে যার মধ্যে রিসিভে করেছে ৭৫৯৩ হার ৫৫% রিসিভ করেনি ৩৬২১ হার ২৬% ব্যস্ত ২৬৪১ হার ১৯%।

উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নের জন্য কত অর্থ ব্যয় হয়েছে? ভয়েস ম্যাসেস এর জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর ব্যয়ভার বহন করছে। উদ্ভাবনটি পাইলট করার সময় ৬৫,০০০/- উপজেলা পরিষদ থেকে ব্যয় হয়েছে।

উদ্ভাবন বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে কীনা? হয়ে থাকলে তারিখঃ হ্যাঁ, জুন,২০১৪ খ্রিঃ তারিখে

সারাদেশে উদ্ভাবনটি বাস্তবায়নযোগ্য কীনা? হ্যাঁ

অর্জনঃ উল্লেখিত ইনোভেশনটি ২০১৭ সালে জনপ্রশাসন পদকে ভুষিত হয়।

উদ্ভাবকের নাম ও ঠিকানাঃ মিসেস নাসিমা ইয়াসমিন, **সাবেক** উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, কুষ্টিয়া সদর, কুষ্টিয়া।

ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার নাম, পদবী, ফোন ও ই-মেইলঃ মোঃ ওমর ফারুক, উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা, 01709-073337, ufpokushtia@gmail.com; omar.faroukdumgt@gmail.com